UNIVERSITY TECHNICAL ASSISTANTS' ASSOCIATION OF WEST BENGAL

13,S.N.R.C.Sarani, Birati, Kolkata-700051
E-mail:utaa_westbengal@yahoo.in
Website:www.utaawb.org

(*Registration No. 25508 of 2010 Under Trade Union Act, 1926*)

Ref. No.: **Date:**

মাননীয় উপাচার্য্য
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
সেনেট হাউস
৮৭/১ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০৭৩

শ্রদ্ধেয় স্যার,

দীর্ঘদিন ধরে কিছু অবাস্তব - অর্থহীন - নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির শিকার হয়ে আমরা, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্ট কর্মচারীরা, আপনাকে কিছু ঘটনাবলির উল্লেখ করছি।

১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার সর্বস্তরের কর্মচারীদের (সরকার ও সরকার পোষিত) বেতন কাঠামোর সংশোধন করেন। আমাদের রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সর্বস্তরের শিক্ষাকর্মীদের ও বেতন কাঠামো সংশোধন হয়। সেই সময় টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্ট সহ কিছু শিক্ষাকর্মীদের বেতন কাঠামোয় 'ওয়েটেজ' এর হেরফের করে মূল বেতনকে অনেক নীচে (down graded) নামিয়ে দেওয়া হয় (পূর্বতন বেতন x 'ওয়েটেজ' = সংশোধিত বেতন)। উপরিউক্ত শিক্ষাকর্মীদের 'ওয়েটেজ' দেওয়া হয় ২.৫০ গুণ (১৮০ টাকা x ২.৫০ = নূতন বেতন ৪৫০ টাকা), জুনিয়র অ্যাসিসট্যান্টদের ক্ষেত্রে ৩.২০ গুণ (১২৫টাকা x ৩.২০ = নূতন বেতন ৪০০ টাকা) এবং গ্রুপ ডি. শিক্ষাকর্মীদের দেওয়া হয় ৩.৮২গুণ (৮৫ টাকা x ৩.৮২= নূতন বেতন ৩২৫ টাকা)। যদি ৩.৮২ গুণ অথবা ৩.২০ গুণ 'ওয়েটেজ' আমাদের (টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্ট) দেওয়া হত তবে আমাদের বেতন হত ১৮০ টাকা x ৩.৮২ = ৬৮৮ টাকা অথবা ১৮০ টাকা x ৩.২০ = ৫৭৬ টাকা। কিন্তু আমাদের বেতন ঠিক হয় ৪৫০ টাকা মাত্র। কেন এই 'ওয়েটেজ' হেরফের করা হয়েছিল তা আজও অজানা। ফলতঃ ১৯৭৮ সাল থেকে আমরা চরম বেতন বৈষম্যের শিকার। অথচ পে - রিভিশনে সবসময় সর্বস্তরের কর্মীদের একই 'ওয়েটেজ' দেওয়া হয়, যেমন ২০০৬ এর পে - রিভিশনে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরের কর্মীদের একই 'ওয়েটেজ' দেওয়া হয়েছে (যেমন পূর্বতন বেতন x ১.৮৬ = সংশোধিত বেতন)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কাজের ধরন সম্পূর্ণ এক হওয়া সত্ত্বেও কলেজের 'গ্রাজুয়েট ল্যাবরেটরী ইন্সট্রাকটররা বর্তমানে ইউনিভারসিটি টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্ট পে-স্কেলের (অসংশোধিত ৪,১২৫ টাকা - ৯৭০০ টাকা) প্রায় দ্বিগুণ পে-স্কেল (অসংশোধিত ৮,০০০ টাকা - ১৩৫০০ টাকা) উপভোগ করেন। আবার পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্মীদের তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষাকর্মীরা (টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্ট বাদে) সবসময়ে অনেক বেশী বেতনক্রম পেয়ে আসছেন।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সকল শিক্ষাকর্মীদের এক এবং অভিন্ন বেতনক্রম চালু রয়েছে অথচ রবীন্দ্রভারতী, বর্দ্ধমান ও বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্টরা (যোগ্যতা -

বিজ্ঞানের স্নাতক) উচ্চ বেতনক্রমের অধিকারি। আবার রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারে কর্মরত টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্টরাও উচ্চবেতনক্রম পেয়ে থাকেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা (recruitment qualification) ও কাজের নিরিখে (Job assignments and job responsibilities) এই অযৌক্তিক - অবিবেচনা প্রসূত বেতন বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমরা দীর্ঘদিন ধরে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করে আসছি।

প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ন অকাট্য তথ্য ও যুক্তিতে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে আমরা বিগত ১৯৭৮ সাল থেকে বেতনক্রমে অবহেলিত ও বঞ্চিত। ফলতঃ পশ্চিমবঙ্গের টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্টরা শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শুধু মাত্র নিম্ন বেতনক্রমের জন্য ভারতের বিভিন্ন সংস্থায় কর্মরত টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্টদের থেকে মান - সম্মানে, পদোন্নতিতে ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে - যা আমাদের কাছে লজ্জার বিষয়।

পূর্বতন পে - কমিটি গুলির (বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মীদের বেতন কাঠামো ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার সংশোধনের জন্য সরকার দ্বারা গঠিত কমিটি) কাছে এই বঞ্চনার কথা লিখিত স্মারকলিপি মারফত জানানো সত্ত্বেও কোনো সুরাহা হয় নি। বর্তমান পে - কমিটির কাছেও আমরা এই বঞ্চনার কথা লিখিত স্মারকলিপি মারফত .জানিয়েছি। এই পে - কমিটি আমাদের সমস্যাকে বাস্তব অনুভূত সমস্যার নিরিখে বিবেচনা করে আমাদের বক্তব্য শুনেছেন এবং তা লিপিবদ্ধও করেছেন। এছাড়া আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় অর্থমন্ত্রী, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের উপাচার্য্যদের অ্যাসোসিয়েশনের মাননীয় সচিব ও সভাপতিকেও লিখিত স্মারকলিপি দিয়েছি। পরবর্ত্তী কালে উচ্চশিক্ষা সংসদের সভাপতির কাছেও লিখিত স্মারকলিপি প্রদান করি।

বর্তমান পে - কমিটি ২০১০ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর তার সুপারিশ সম্বলিত প্রথম report জমা দেন। এই report - এ বর্তমান পে - কমিটি আমাদের (টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্ট) বেতন সংশোধন করার জন্য ৬নং স্কেলের (Rs. 4125 - 9700/-, pre - revised) পরিবর্তে ৮নং স্কেলের (Rs. 4800 - 10925/-, pre - revised) এবং ১৯৯৬ সালের জানুয়ারী মাস থেকে সংশোধিত বেতনক্রম কার্যকর করার জন্য সরকারকে সুপারিশ করেছেন।

বর্তমান পে - কমিটির সুপারিশ সম্বলিত প্রথম রিপোর্টের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সকল শিক্ষাকর্মীদের বেতন সংশোধন করা হয় সরকারী আদেশনামার ভিত্তিতে (G. O. No. 10570-F(P) dated 25th November, 2009)। প্রসঙ্গতঃ ২০১০ সালের ৩১শে জুলাই বর্তমান পে - কমিটি তার সুপারিশ সম্বলিত চুড়ান্ত report জমা দিয়েছেন। **কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের বেতন সংশোধন সংক্রান্ত সরকারী আদেশনামা প্রকাশিত হয় নি।**

এমতাবস্থায় আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য হিসাবে আপনার হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করছি যাতে রাজ্য সরকার অবিলম্বে সরকারী আদেশনামা প্রকাশ করে এই বঞ্চনার অবসান ঘটান।

আমাদের সংগঠনের উপস্থিত সদস্যদের স্বাক্ষরসহ এই স্মারকলিপি আপনাকে প্রদান করা হল।

ধন্যবাদান্তে,

আপনার অনুগত